৩৫ টি
বিষয়

ISSN 2456-2459

জল জঙ্গল

RNI WBBEN15532

সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত

উদ্যোগ-৩ ■ বর্ষ-১ ■ সংখ্যা- ৪ ■ ১০০ টাকা

জল

কোটাল দিঘি
সিয়ারা
অ্যান্টার্কটিকার জীববৈচিত্র্য

জঙ্গল

কাবিনি ব্যাকওয়াটার
গির অরণ্য
স্কিমারের খোঁজে চম্বলে
নেওড়া ভ্যালি
জয়ামঙ্গলি
জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক
ভরতপুর

প্রজাতি চেনো

পিঁপড়ে মাকড়সা
চিঙ্কারা
ফড়িং-এর আফ্রিকা অভিযান
গুবরে পোকা
হিমালয়ান মারমট

পাখি

ইন্ডিয়ান পিট্টা
জলময়ূর
হরিয়াল
ফায়ার থ্রোট
ঝুঁটিওয়ালা মাছরাঙা
হিমশকুন
ফিসঈগল

জল জঙ্গল-এর কথা আপনার পরিবেশ ভাবনার মুখপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

জল

কোটাল দিঘি / ৬
সিয়ারা ধ্বংসের মুখে এখনো লড়ছে / ৩৫
অ্যান্টার্কটিকার জীববৈচিত্র্য / ৭৮

জঙ্গল

গির অরণ্য / ৮
ভরতপুর / ১৪
স্কিমারের খোঁজে চম্বলে / ২১
নেওড়া ভ্যালি / ২৯
জয়ামঙ্গলি / ৬৯
জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক / ৫৬
কাবিনি ব্যাকওয়াটারের যাদু জগৎ / ৩৯

পাখি

হরিয়াল / ৫১
ইন্ডিয়ান পিট্টা ও জলময়ূর / ৫২
ফায়ার থ্রোট / ৫৫
ঝুঁটিওয়ালা মাছরাঙা / ৯০
হারিয়ে যাওয়া হিমশকুন / ৮৪
ফিসঈগল / ৪৪
গডউইট / ৭২

প্রজাতি চেনো

বেত আছড়া / ২৮
এঁটেলটোঁড়া / ৩৪
পিঁপড়ে মাকড়সা / ৩৮
চিঙ্কারা / ৫০
ফড়িং-এর আফ্রিকা অভিযান / ৮৩
গুবরে পোকা / ৭৬
হিমালয়ান মারমট / ৮৮

Sketch : Pratim Das

বুকের ওপর যে রেললাইন পাতা / ১৮
সামুদ্রিক কড়ির কথা / ২৬
আটপেয়ে শিকারীদের জীবন কাহিনী / ৪৭
জয়ন্তীর অ্যালবাম / ৬১
চাকার তলায় বন্যপ্রাণ / ৬৪
চন্দন গাছে গন্ধ কেন / ৬৭

বুক রিভিউ / ৭৫
বসার ঘরেই প্রকৃতি দেখায় 'বাংলার বুনোফুল'

কার্টুন / ৩৭
প্রতিযোগিতার ফলাফল / ৬০

নিয়মিত বিভাগ

Cover
Sarus Crane
Pic : Biswajit Ghosh

গির অরণ্য

ছবি ও লেখা : হীরক মজুমদার

The forest area of Gir were the hunting grounds of the Nawabs of Junagadh. However, faced with a drastic drop in the lion population in Gir, Nawab Sir Muhammad Rasul Khanji Babi declared Gir as a "protected" area in 1900.

আজীবনের সুখস্মৃতি

প্রায় মিনিট কুড়ি অপেক্ষার পর হরিণের 'অ্যালার্ম কলে' সচকিত হয়ে উঠলাম। যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেইদিক থেকে ধীরে ধীরে একটা প্রকাণ্ড সিংহী বেরিয়ে জলাশয়ের দিকে আসতে লাগল। কিন্তু খুশি হওয়ার আগেই অবাক হওয়ার পালা আরম্ভ হল। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখলাম, একটার পেছনে আর একটা,পুরো দল একসঙ্গে জল খেতে আসছে। একসঙ্গে আটটা। জলাশয়ের উল্টোদিকে খোলা জিপসীতে বসে কিরকম অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। ওরা জল খাওয়া শেষ করে ফিরতে শুরু করল। আমরাও ফেরার পথ ধরলাম।

এক সময় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ জুড়ে ভারতীয় সিংহ বা Asiatic Lion-এর বসবাস ছিল। যথেচ্ছ শিকার এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বাসস্থান হারিয়ে এরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই গির অরণ্যই ছিল তৎকালীন জুনাগড়ের নবাবের ব্যক্তিগত শিকারক্ষেত্র। এই জুনাগড়ের নবাবরাই সিংহ শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারতীয় সিংহকে সংরক্ষণের প্রথম উদ্যোগ নেন। বর্তমানে সঠিক সংরক্ষণের ফলে গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালের গণনা অনুযায়ী সিংহের সংখ্যা ৫২৩। ১৯৬৫ সালে গুজরাত সরকার ১৪১২ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করেন। এর মধ্যে প্রায় ২৫৮ বর্গকিলোমিটার জাতীয় উদ্যান এবং ১১৫৪ বর্গ কিমি অভয়ারণ্য। গির অরণ্যের চরিত্র প্রধানত মিশ্রপর্ণমোচী, উত্তরদিকে বেশিটাই পাহাড় এলাকা। এই অরণ্যে প্রায় ৪০০ প্রজাতিরও বেশি গাছ পাওয়া যায়। প্রধান গাছের মধ্যে সেগুন, পলাশ, জাম, বিভিন্ন জাতের আকাশমনি, এছাড়া

ভরতপুর

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

Keoladeo, the name derives from an ancient Hindu temple, devoted to Lord Shiva, which stands at the centre of the park. While many of India's parks have been developed from the hunting preserves of princely India, Keoladeo, popularly known as Bharatpur Wildlife Sanctuary, is perhaps the only case where the habitat has been created by a maharaja.

'পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!'

গেট পরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ি। বেশ চওড়া পিচের রাস্তা। দুপাশে কখনও ঝোপঝাড়, কখনও বিরাট সব মহীরূহ শাখাপ্রশাখা মেলে ক্যানপি তৈরি করেছে রাস্তার উপরে। শীতের সকালে আবছা কুয়াশায় মোড়া আশপাশ। তার মধ্যে দিয়ে বীরু সিং পাখি চেনাতে চেনাতে চলেন।

ছোটবেলায় আমার পছন্দের ছবিগুলো পুরোনো পত্রিকা থেকে কেটে কেটে একটা খাতায় লাগাতাম। দুটো ছবি আমার খুব প্রিয় ছিল। বড় হয়ে সেই জায়গায় যাব ভাবতাম। তার একটা কাশ্মীরের, আর অন্য ছবিটায় জলা জায়গায় গাছের মাথায় একটা লম্বা ঠোঁট সারসের ছবি ছিল। তলায় লেখা, 'ভরতপুর পক্ষীনিবাস'। সম্ভবত, আনন্দমেলায় প্রকাশিত কোনও বেড়ানোর লেখা থেকে কেটে নেওয়া।

ডিসেম্বর মাস। আগ্রা থেকে বেরিয়ে ফতেপুর সিক্রি দেখে ভরতপুর পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। রাতের ঠিকানা রাজস্থান ট্যুরিজমের হোটেল 'সারস'। পরদিন বেশ সকাল সকাল উঠে রওনা দিই কেওলাদেও ঘনা ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশে। 'কেওলাদেও' স্থানীয় এক মন্দিরে অবস্থিত মহাদেবের নাম। 'ঘনা'-র অর্থ গভীর বনাঞ্চল। বেশ ঠাণ্ডা। জল-জঙ্গলে ঢোকার আগেই কানে আসছিল পাখিদের নানা স্বর।

নিম্নভূমি হওয়ায় বানগঙ্গা আর গম্ভীরী এই দুই নদীর জলে একসময় প্রতিবছর বন্যা হত। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন জাঠশাসক মহারাজা সুরজমল বাঁধ তৈরি করেন নদীকে বাঁধতে। বাঁধের জন্য মাটি কাটায় সেই খাতে বর্ষার জল জমে তৈরি হয়েছিল বিশাল এক জলাজমি। জলাকে কেন্দ্র করে পাখপাখালির আস্তানা, আর পরিযায়ীরা শীতের ঠিকানা জমাতেই রাজাদের পাখি শিকারের জায়গা হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চল। ১৯০২ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন

Pelican Colony
Pic : Tanmoy Shankar Das

স্কিমারের খোঁজে চম্বলে

লেখা : দেবাশিস সাহা
ছবি : তন্ময় শংকর দাস

'ফিকর মত কিজিয়ে সাব।
আজ বিলকুল দিখায়েঙ্গে আপলোগোঁকো স্কিমার, চাহে যিতনা ভি দের কিঁউ না হো। ব্যস, থোড়া ঔর ইন্তেজার কিজিয়ে।'

National Chambal Sanctuary, also called the National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary, is a protected area for the critically endangered gharial and the red-crowned roof turtle. Located on the Chambal River near the tripoint of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Within the sanctuary, the pristine Chambal River cuts through mazes of ravines and hills with many sandy beaches.

ভোর পাঁচটায় ফোন করে ড্রাইভার ভূপেন্দ্র সিংহ যখন জানাল যে সে হোটেলের কাছেই 'সারস চৌরাহ'তে গাড়িসহ উপস্থিত হয়েছে, তার বেশ খানিকটা আগেই আমরা সকলে 'চম্বল অভিযান'-এর উত্তেজনায় রাত থাকতেই প্রস্তুত হয়ে হোটেলের লবিতে বসে। চম্বল জাতীয় উদ্যানে বিপন্ন ঘড়িয়াল আর ইন্ডিয়ান স্কিমার দর্শনের বাসনায় কাকভোরে যখন ভরতপুর ছাড়লাম, তখন নিশ্ছিদ্র কুয়াশায় নিজের হাত-ঘড়িতে সময় দেখাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার স্তর পাতলা হয়ে দূরে সরে গিয়ে আবহাওয়ার ঝিম ধরা ভাবটা সম্পূর্ণ মুছে দিল। সূর্যের সোনালী রোদ্দুর চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ এক মায়াবী আবহ তৈরি করা শুরু করতেই ড্রাইভার ভূপেন্দ্র তার এ যাবৎ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে শোনাতে শুরু করল চম্বল নদী সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত। তার সঙ্গে কথোপকথনে জানা গেল চম্বল নদী সন্নিহিত প্রায় ৫৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ন্যাশনাল চম্বল স্যাংচুয়ারীর অবস্থান। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ এই তিনটি রাজ্য জুড়ে এর বিস্তার। রাজস্থানের জওহর সাগর ড্যাম থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের চম্বল-যমুনা মিলনস্থল

Indian Skimmer
Pic : Dipankar Ghosh